



জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন অফ  
ওয়াকার্স ইন টেক্সটাইল, গার্মেন্টস  
এবং ক্লোদিং ইন্ডাস্ট্রিজ



# যৌথ চুক্তি ২০১৯

সকল প্রকারের জবরদস্তিমূলক অথবা বাধ্যতামূলক শ্রম দূরীকরণ।

ক) নিয়মিত সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা (৪৮) ঘণ্টার বেশি হইবে না। কোন ধরনের জবরদস্তিমূলক অথবা বাধ্যতামূলক শ্রম থাকিবে না। সকল ওভারটাইম স্বেচ্ছাভিত্তিতে হইবে। ওভারটাইম কাজ করিবার পর পাওনা সংক্রান্ত বিধান শ্রম আইনে বিধান অনুযায়ী হইবে।

খ) ওয়ার্ক পারমিট এবং রেসিডেন্সি কার্ড নবায়নের ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে মালিক/প্রতিষ্ঠান যেকোন কারণ ঘটুক না কেন শ্রমিকের পাসপোর্ট অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত কাগজপত্র আটক রাখিবে না।

রিট্রুটমেন্ট এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা, নিপীড়ন এবং বৈষম্য দূরীকরণ:

শ্রমিকদের মাঝে এবং রিট্রুটমেন্ট ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা, নিপীড়ন এবং বৈষম্য দূর করিবার জন্য সকল মালিক/প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। সকল মালিক/প্রতিষ্ঠান:

ক) শ্রমিকদের জন্য সহিংসতা, নিপীড়ন এবং সকল ধরনের বৈষম্যমুক্ত একটি কর্ম পরিবেশকে উৎসাহিত করিবে। মালিক/প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি অভ্যন্তরীণ নীতিমালা গ্রহণ করিয়া সকল ধরনের সহিংসতা, নিপীড়ন এবং বৈষম্য নিষিদ্ধ করিবে। অভ্যন্তরীণ নীতিমালাটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার মতন হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইন ও বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং এই চুক্তির চার মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। নিষিদ্ধকৃত ধরনের সহিংসতা, নিপীড়ন এবং বৈষম্যের মধ্যে রহিয়াছে শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতা ও নিপীড়ন যথা আঘাত, মৌখিক কটুক্তি বা অপব্যবহার অথবা যেকোন কারণে শ্রমিকদের হুমকি প্রদান, ক্ষতিকর যেকোন কাজ এবং সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন। এই নীতিমালায় শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতা দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উল্লেখ থাকিবে এবং কোন শ্রমিক উহার শিকার হইলে উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতিও বিদ্যমান থাকিবে।

খ) কোন শ্রমিকের বিরুদ্ধে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধকতা, অথবা কোনো ইউনিয়নে সদস্যপদ অথবা ইউনিয়নের পক্ষে কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করিয়া বৈষম্য করিবে না অথবা সুযোগের সমতায় বাধা সৃষ্টি অথবা কর্মক্ষেত্রে সমান ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করিবে না।

গ) এই চুক্তির শর্ত, প্রচলিত আইন এবং জননৈতিকতার শর্ত ভঙ্গের ঝুঁকির সীমানা রক্ষা করিয়া শ্রমিকেরা তাদের মালিক/প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেদের চাকুরীর চুক্তির শর্তাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের মালিক/প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

ঘ) এই খাতে নারীর ভূমিকাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করিবে নিম্নের মাধ্যমে:

- নারীদের জন্য সহায়ক সক্ষম পরিবেশ প্রদান;
- সুযোগের সমতা এবং ক্যারিয়ারের অগ্রগতির অধিকার ও নিরাপত্তা এবং অন্যান্য কর্ম প্রদানের নিরাপত্তাবিধান;
- নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করিয়া নারী অভিবাসী শ্রমিকদের জর্ডানে কাজে নিয়োগ দানের আগে গর্ভবতী কিনা তাহা পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ (যদিহা তাহাদের দেশীয় আইনে অনুরূপ পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা না থাকে); যাহার জন্য নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন করিবে:

ড চাকুরীর দরখাস্তে গর্ভধারণ পরীক্ষাকে পূর্বশর্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করা;

ড রিট্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলো যেন অভিবাসী নারী শ্রমিকেরা গর্ভবতী কিনা এই পরীক্ষা না করে বা এমন পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে যদিহা তাহাদের দেশীয় আইনে অনুরূপ পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা না থাকে, এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তকরণ;

ড এই খাতে চাকুরীতে দরখাস্তকারী নারীদের গর্ভধারণ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করিয়া চাকুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা;

অনুচ্ছেদ (১১) শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য সেবা/যত্ন:

কোন আইন অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত কোন নির্দেশনা সাপেক্ষে, মালিক নিচের বিষয়গুলোর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে:

প্রথমত: শ্রমিকদের শারীরিক স্বাস্থ্য। মালিকপক্ষ নিম্নের বিষয়গুলোতে অঙ্গীকার করিতেছে:

ক) কর্মক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পর্যাপ্ত মেডিকেল স্টাফ সমন্বয়ে একজন ডাক্তার (জেনারেল প্রাকটিশনার) ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্টিফয়েড কমপক্ষে একজন পুরুষ/নারী নার্সসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা।

খ) কর্মঘণ্টার পুরোটা সময় ক্লিনিক খোলা থাকিবে।

গ) শ্রমিকদের সকল মেডিকেল চেকআপ ও পরীক্ষার রেকর্ড মালিকপক্ষ সংরক্ষণ করিবে এবং তাহা প্রত্যেক শ্রমিকদের জন্য আলাদা ফাইলে সাজানো হইবে। শ্রমিকদের নিয়মিত মেডিকেল চেকআপের সময় ধারাবাহিকভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা মনিটর করিবার জন্য উক্ত রেকর্ড ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসাবে কাজ করিবে।

ঘ) অতি জরুরি (এমার্জেন্সি) ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের খরচে ক্লিনিকের মেডিকেল স্টাফ দ্রুততার সহিত ও সময় ক্ষেপন না করিয়া শ্রমিকের প্রয়োজনীয় মেডিকেল সেবা ও চিকিৎসা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিককে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট অথবা হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন।

দ্বিতীয়ত: মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য। মালিকপক্ষ:

ক) তাহাদের শ্রমিকদের জর্ডানে অবস্থিত বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রেরণের মাধ্যমে তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিবে।

খ) যখন কোন শ্রমিক তাহাকে কোন মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে অথবা কোন শ্রমিকের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন হয় যে মালিকপক্ষের ফ্যাসিলিটিতে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার অতিরিক্ত সেবা দরকার তখন তাহাকে অতিদ্রুত জর্ডানে অবস্থিত মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

গ) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোন শ্রমিককে মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রেরণ করার ফলস্বরূপ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত না করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করিবার পরও একজন বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক প্রদত্ত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ঐ শ্রমিক কাজ করিতে অনুপযুক্ত ঘোষিত না হন।

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবা এর গুরুত্ব ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও বিশেষায়িত কোর্সের ব্যবস্থা করা।

অনুচ্ছেদ (১২) শ্রমিকদের শিক্ষা ও শিক্ষণ:

ক) শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নিয়মিত অধিবেশন, বক্তৃতা ও কর্মশালা আয়োজনের করিতে মালিকপক্ষ ইউনিয়নের সহিত সহযোগিতার বিষয়ে একমত হইয়াছে।

খ) এইসব অধিবেশনে যোগদানকালে ব্যয়িত সময়ের বিপরীতে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পাওনা হইতে কোন কর্তন করিবে না। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের সহিত সমন্বয় করিয়া ইউনিয়ন এইসব অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের নির্বাচন করিবে।

গ) ইউনিয়ন মালিকপক্ষের সহিত সমন্বয় করিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে চাকুরী সৃষ্টি, অনুপস্থিতি, কর্ম নীতি (ওয়ার্ক এথিকস), সহিংসতা ও নিপীড়ন এবং অন্যান্য চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদের ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ ও ব্যবস্থা করিবে।

অনুচ্ছেদ (১৪) শ্রমিকদের বাসস্থান ইউনিট:

প্রত্যেক মালিক/প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে অভিবাসী শ্রমিকদের বাসস্থান ইউনিট প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

ক) হাইজিং ইউনিটগুলো ১ জুলাই ২০১৩ সালে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত বাসস্থান ইউনিট হইতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সর্গস্ত্রি স্বাস্থ্য ঝুঁকি দূরীকরণ সংক্রান্ত (২০১৩) সালের (১) নং মানদণ্ড প্রতিপালিত থাকিবে।

খ) মালিকপক্ষ হাউজিং ইউনিট এর অবস্থা এবং প্রচলিত স্বাস্থ্য মানদণ্ডের প্রতিপালন মনিটর ও পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ইউনিয়নকে এইসব হাউজিং ইউনিটে প্রবেশাধিকার প্রদান করিবে। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের সহিত সমন্বয় করিয়া ইউনিয়নের পরিদর্শন আয়োজন করা হইবে।